[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এনআইডি নেই, তাই ত্রাণ পান না ভিক্ষুক লালবানু

পঞ্চাশোর্ধ লাল বানু প্রায় ৩০বছর ধরে বসবাস করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মোবারকপুর ইউনিয়নের অস্থায়ী বাসিন্দা। তিনি গাইবান্ধার বাসিন্দা হলেও নির্মম নিয়তির শিকার হয়ে আজ তাকে বসবাস করতে হচ্ছে এখানে।

মোবারকপুর ইউনিয়নে অন্যের করুণায় পাওয়া এক টুকরো মাটির উপর পলিথিনের ঘর তৈরি করে কোনো রকমে বসবাস করছেন। তার ওপর আবার বাড়তি যোগ হয়েছে মেয়ে ও ৬ বছর বয়সের নাতির।

জানা গেছে, ভিক্ষা করেই চলে লালবানুর সংসার। কিন্তু বর্তমানে করোনাভাইরাস ঝুঁকি এড়াতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ঘর থেকে বের হতে পারছেন না তিনি।
অন্যদিকে ন্যাশনাল আইডি কার্ড (এনআইডি) না থাকায় জনপ্রতিনিধিদের থেকেও কোনো সাহায্য পাচ্ছেন লালবানু। ফলে ভিক্ষা করতে না পারায় মেয়ে ও নাতিকে নিয়ে অনাহারে দিন কাটছে তার।

লালবানু এই প্রতিবেদককে জানান, প্রায় ৩০ বছর আগে মাদকাসক্ত স্বামী নির্যাতন করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন তাকে। এরপর জীবন চালাতে হাতে ভিক্ষার থালা নিয়ে ঘুরতে থাকেন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। একসময় ভিক্ষা করতে করতে চলে আসেন শিবগঞ্জের মোবারকপুর এলাকায়।

তিনি আরও জানান, তার কথা শুনে জোহরপুর গ্রামের আবু তালেবের বাড়ির পেছনে আম বাগানের এক কোণে জায়গার ব্যবস্থা করে দেন স্থানীয়রা। সেখানেই পলিথিনের ঘর বানিয়ে ভিক্ষা করে কোনো রকম সংসার চালাচ্ছিলেন। এমন সময় তার সংসারে যোগ দেয় স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে লাবনি ও ৬ বছর বয়সী নাতি আসাদ।

লালবানু জানান, এখানে আসার পর একটা জাতীয় পরিচয়পত্র- এনআইডি কার্ড বানিয়ে দেয়ার জন্য অনেকবার জনপ্রতিনিধিদের কাছে গিয়েছেন। কিন্তু কেউ তাকে তা বানিয়ে দেয়নি। এছাড়া তিনি এখানকার ভোটার না

হওয়ার কারণে কেউ তাকে ত্রাণ দেয় না। ফলে কি খেয়ে বাঁচবেন এনিয়ে হতাশায় দিন কাটছে তার।

এ বিষয়ে মোবারকপুর ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্য গোলাম মোস্তফা বলেন, তিনি লালবানুর বিষয়ে জানেন যে, তিনি ভিক্ষা করেই চলেন। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সামনে বরাদ্দ পেলে তাকে অনুদান দেয়ার চেষ্টা করবেন তিনি।

সুত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

মহামারী করোনাভাইরাসে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় দেশের অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রোববার সকাল ১০টায় গণভবনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে উত্তরণের পরিকল্পনা ঘোষণার উদ্দেশে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতি বাংলাদেশে এখনও নিয়ন্ত্রণে আছে। আমরা এই সংকট মোকাবেলা করতে পারব।

সুত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরে ওমেদারের বাড়িতে জি আর’র চাল

বিশেষ বরাদ্দের (জি আর) চাল জেলা প্রশাসকের অফিসের ওমেদার মহিদুরের বাড়িতে পাওয়া গেছে। এলাকাবাসী ২৮ বস্তা চালের কথা বলে অভিযোগ করলেও তার বাড়িতে গিয়ে পাওয়া গেছে ৯বস্তা। তবে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি ১৬ বস্তা চাল পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। তবে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন তাকে ৫০০ কেজি চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে মানব সহায়তা কর্মসূচী নির্দেশিকায় এককালীন এই পরিমান চাল বরাদ্দ দেওয়ার কথা উল্লেখ নাই।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে নৈশ প্রহরী শহিদ আলীর বাড়িতে এ চালগুলো পাওয়া যায়। ওমেদার মহিদুর রহমান
শহীদ আলীর ছেলে। চালের বস্তায় লেখা রয়েছে “শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ” খাদ্য অধিদপ্তর, নেট ওজন ৩০ কেজি।
শহীদ আলী জানান, আমি ডিসি স্যারের অফিসের নৈশ প্রহরীর চাকরি করি। আমার ছেলে তিন বছর ধরে ডিসি স্যারের গাড়ি ধোঁয়া মোছার
কাজ করে। সে কোন বেতন পায় না। সে কারণে ডিসি স্যার তাকে ৫০০ কেজি চাল খেতে দিয়েছেন। ছেলে মহিদুর রহমান জানান, ডিসি স্যার আমাকে কোন বেতন দেন না। তাই চাল গুলো খেতে দিয়েছে।

গ্রামবাসী নজরুল ইসলাম ও সাদ্দাম হোসেন জানান, এই দফায় ২৮ বস্তা চাল নিয়ে এসেছে তারা। এরকম মাঝে মধ্যেই চাল নিয়ে আসেন। দেশে করোনার বিপর্যয়ে অনেক গরিব মানুষ খেতে পাচ্ছেনা। অথচ ডিসি অফিসের কর্মচারীর বাড়িতে এতগুলো চাল।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গণি বলেন, নৈশ প্রহরী শহীদ আলীর ছেলে মহিদুর রহমান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওমেদার হিসেবে কাজ করেন। আগের জেলা প্রশাসক মহোদয়রা প্রতিবছর তাকে এক মেট্রিক টন করে জিআর (জেনারেল রিলিফ) চাল বরাদ্দ দিয়েছেন।

আমি দেড় বছরের মধ্যে এই প্রথম গত ১১ মার্চ তাকে হাফ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছি। এছাড়া যদি অন্য কোন চাল তার বাড়িতে থেকে থাকে তবে সে দায়ভার তাকেই নিতে হবে।

চালের বস্তার লেখা নিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য অধিপ্তরের শ্লোগান

ওটা। তাই যে কোন প্রকল্পের চালের বস্তায় এ লেখা থাকতে পারে। এদিকে, সরকারি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-২৩ এর ৭(গ) এ বলা রয়েছে খাদ্যশস্য সহায়তা(জি আর) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অসহায় ব্যক্তি/পরিবারকে তাৎক্ষনিকভাবে খাদ্য সহায়তা হসেবে পরিবার প্রতি এককালীন ১০-৩০ কেজি চাল/গম বরাদ্দ দেয়া
যেতে পারে।

দুর্যোগে নিহত/আহত ব্যক্তির অস্বচ্ছল পরিবার প্রতি বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ ২০০ কেজি চাল/গম বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে)।

এছাড়া সরকারী/বেসরকারী এতি,খানা/ লিল্লাহ বোর্ডিং/ শিশুসদন/অনাথ আশ্রম/ মুসাফির খানা/ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আগতদের আহার্য বাবদ সহায়তা হিসেবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩ থেকে ৫ মেট্রিক টন চাল/গম বরাদ্দ দেওয়া যাবে(সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে)।নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক তার অধিনস্ত কর্মচারীকে
এককালীন ৫০০ কেজি চাল বরাদ্দ দিতে পারেন কিনা এনিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়?

চাকরি বাঁচাতে করোনা আতংকেও ঢাকামুখী মানুষের ঢল

করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সারা দেশে চলছে লকডাউন। সরকারি ছুটির পাশাপাশি বন্ধ রয়েছে সব ধরনের গণপরিবহন চলাচল। কিন্তু উল্টো চিত্র দেশের গুরুত্বপূর্ণ দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে।

এখানে শনিবার দুপুরের পর থেকে কর্মমুখী মানুষের ঢল নামে। করোনা আতঙ্ক মাথায় নিয়েই সবাই ছুটছেন রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সরকারি ছুটি বাড়িয়ে ৪ তারিখ থেকে ৯ তারিখ

পর্যন্ত করা হলেও গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কারখানার শ্রমিকের জন্য ছুটি বাড়েনি।

এ জন্য রোববার কর্মস্থলে যোগ দিতে দক্ষিণাঞ্চলের হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ করোনা আতঙ্ক নিয়েই কর্মস্থলে ছুটছেন। তাছাড়া নিম্ন আয়ের এ সব মানুষের বাড়িতে বসে থাকারও উপায় নেই। তাই তো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা কর্মের উদ্দেশে বেরিয়েছেন বলে কেউ কেউ জানান।

গোয়ালন্দ বাজার এলাকার বাসিন্দা ফরিদ হোসেন জানান, তিনি ঢাকায় একটি ছোট কারখানায় কাজ করেন। সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার পরপর তিনি বাড়িতে চলে যান। এখন কারখানার মালিক ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন ৫ তারিখ কাজে যোগ না দিলে চাকরি থাকবে না। তাইতো স্ত্রী-সন্তানদের বাধা ও করোনাভাইরাসের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই অনেক ধকল সামলে ঢাকায় যেতে হচ্ছে।

ফরিদপুরের মধুখালী থেকে আসা গার্মেন্টস কর্মী রিনা খাতুন, স্মৃতি আক্তার, সুইটি আক্তার, বুলবুল হোসেন, মোস্তফাসহ অনেকেই জানান, আমরা বড়ই অভাগা। তাই তো সরকার ছুটি বাড়ালেও আমাদের বাড়েনি। সময় মতো কাজে যোগ না দিলে চাকরি বাঁচানো কঠিন।

বিআইডব্লিউটিসির দৌলতদিয়া ঘাট ব্যবস্থাপক আবু আব্দুল্লাহ রনি জানান, সরকারি আদেশে সারা দেশে গণপরিবহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। নৌপথে শুধু পণ্যদ্রব্য পারাপারের জন্য সীমিত আকারে ফেরি চালু রাখা হয়েছে। যানবাহন কমে যাওয়ায় এ নৌরুটের ১৬টি ফেরির মধ্যে ১১টি বসিয়ে রেখে আমরা মাত্র ৫টি ফেরি চালু রেখেছি।

কিন্তু শনিবার দুপুর থেকে মানুষের চাপে আমরা ঠিকমতো পণ্যবাহী যানবাহন পারাপার করতে পারছি না। প্রতিটি ফেরিতেই মানুষের উপচে পড়া ভিড়। এরা সবাই বিভিন্ন গার্মেন্টস ও অন্যান্য ছোট-খাটো কারখানা ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মী। করোনা ঝুঁকি থাকলেও ফেরিতে এদের এভাবে পারাপার ঠেকানো আসলে সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সুত্র-যুগান্তর

করোনায় অর্থনীতি রক্ষায় ৮৭ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের দাবি বিএনপির

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে সম্ভাব্য মহাদুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের কাছে ৮৭ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠনের দাবি জানিয়েছে বিএনপি।

স্বল্পমেয়াদী খাতে ৬১ হাজার কোটি টাকা, মধ্য মেয়াদী খাতে ১৮ হাজার কোটি টাকা এবং অতিরিক্ত আরও ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেছে দলটি।

শনিবার গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের পক্ষ থেকে ২৭ দফা প্যাকেজ প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

স্বল্প-মেয়াদী পদক্ষেপ:

‘দিন এনে দিন খায়’ এই ক্যাটাগরির সব শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, ভ্যানচালক, হকার, ভাসমান শ্রমিক, ছিন্নমূল, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, সিএনজি ড্রাইভার, ভাড়াভিত্তিক গাড়ি চালক (উবার, পাঠাও ইত্যাদি), পরিবহন শ্রমিক, বস্তিবাসী ইত্যাদি মহামারীর কারণে ঘোষিত লকডাউনে কর্মহীন হয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনতিবিলম্বে এদের মুখে খাবার তুলে দেয়া অপরিহার্য। এদের কারও কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলেও অনেকেরই নাই। স্থানীয় প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে এদের চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে চাল-ডাল-লবণ-তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি ও জটিলতা এড়াতে পণ্যসামগ্রীর পরিবর্তে নগদ অর্থ দিতে হবে। অমর্ত্য সেন এর ভাষায়- নগদ টাকা দিয়ে দরিদ্ররা দুর্যোগ ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারে। কোনো প্রকারেই রাজনৈতিক বা দলীয় লোকজনকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে এপ্রিল-মে-জুন এই তিন মাসের জন্য জনপ্রতি ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করে অনতিবিলম্বে ঘরে ঘরে গিয়ে অর্থ নগদ

গেছে। গ্রামে তাদের কোন কর্মসংস্থান নেই। শাটডাউন চলতে থাকলে ঐ সময়ে বিপদগ্রস্ত এই জনগোষ্ঠীর মুখে খাবার তুলে দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে এদের আপদকালীন ভাতা হিসেবে প্রাথমিকভাবে ১ মাসের জন্য মাথাপিছু ৫০০০ টাকা করে অর্থ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে এ সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।

অবিলম্বে দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ সমন্বয়ে একটি আপদকালীন অর্থনৈতিক Task Force গঠন করতে হবে।

মধ্য-মেয়াদী পদক্ষেপ:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কতিপয় পদক্ষেপ বিলম্বে হলেও নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কোন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ খেলাপী ধরা হবেনা। এই সময়কালীন ঋণের উপর কোনও সুদ আরোপ করা যাবেনা। সুদ মওকুফ করতে হবে। EMI (ঋণের নিয়মিত কিস্তি) পরিশোধ তিন মাসের জন্য স্থগিত করতে হবে। এ সময় শিল্প, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান Working capital এর Shortage হবে। সমস্ত ব্যাংকে Working capital দেয়ার জন্য নির্দেশনা দিতে হবে। নতুন করে Co-latral এর প্রয়োজন হবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এখনই ব্যাংক খাতে তারল্য বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নিয়ে ফিনানশিয়াল মার্কেটে আস্থা বৃদ্ধি করতে হবে। সম্প্রসারণশীল মনিটরিং পলিসি নিতে হবে। বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ১০% এর নীচে নেমে গেছে, এটা নুন্যতম ১৫%-১৬% এ উন্নীত করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের Policy rate, CRR, SLR, Repo এর rate কমাতে হবে, তবেই তারল্য বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংককে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে SLR এর সীমার উর্ধে রক্ষিত সকল treasury bill এবং treasury bond কিনতে হবে যাতে ব্যাংকের treasury bond বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ ব্যাংককে ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের জন্য এবং বিশেষ করে দেশের জন্য ব্যবহৃত পণ্য প্রস্তুতকরী প্রতিষ্ঠানের জন্য re-finance করতে হবে। নুন্যতম ১০ হাজার কোটি টাকার ফান্ড তৈরী করে সর্বোচ্চ ৩% হারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে হবে যেটা সর্বোচ্চ ৫% এ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ঋন হিসাবে পেতে পারে।

ব্যবসায় অচলাবস্থার কারণে যেসকল SME অর্থ প্রবাহ সমস্যায় পড়েছে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট রিলিফ-প্যাকেজ দিতে হবে। যেমন- আপদকালীন সময়ে SMEs গুলোকে কর-রেওয়াত দিতে হবে, ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখতে হবে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বিল পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে সেক্টরভিত্তিক সাবসিডি প্রদান করতে হবে।

SME গুলোকে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় পৃথক credit line বরাদ্দ করে তাদের জন্য পর্যাপ্ত credit flow নিশ্চিত করতে হবে।

রাজস্বনীতি, অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারের ব্যয় সংযত করতে হবে। অপচয় বন্ধ করে সেই অর্থ দিয়ে রপ্তানীমুখী শিল্প, ঔষধ শিল্প এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্পকে আর্থিক প্রনোদনা দিতে হবে। বিশেষ করে কর নীতির আওতায় কর্পোরেট কর এর হার কমানো, আপদকালীন সময়ের জন্য কর মওকুফ করা এবং ব্যক্তিগত এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে advance income tax আদায় করা বন্ধ করতে হবে।

সরকারি অর্থ সংকুলান করার জন্য এডিবি থেকে অপ্রয়োজনীয়, অনুৎপাদনশীল ও কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাদ দিতে হবে। অপচয় বন্ধ করতে হবে। কঠোর কৃচ্ছতা (austerity) অবলম্বন করতে হবে। মেগা প্রকল্প গুলোর অর্থ ব্যয় কিছুটা মন্থর করা যেতে পারে। সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সচিব কতগুলো পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন প্রায় সবগুলোই শুধুই প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী কর্মকর কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টন। কোনও অর্থের বরাদ্দ নেই। এগুলো শুধুই কথামালা, বাস্তবায়ন হলেও কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। সরকারকেই অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

কর্পোরেট সেক্টর এবং বড় বড় শিল্প খাতকে জাতীয় এ দুর্যোগ মোকাবেলায় অর্থায়নে এগিয়ে আসতে হবে, এটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব (CSR) । এসময় বিভিন্ন মানব-হিতৈষী (philanthropic groups) গ্রুপ এবং এনজিও মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেন। ইতোমধ্যে সীমিত আকারে হলেও বেসরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে যা উৎসাহ ব্যঞ্জক।

যে সব দেশে আমাদের প্রবাসী শ্রমিক রয়েছে এ্খনই সেসব দেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে প্রবাসীদের চাকুরী সুনিশ্চিত করতে হবে। তাদেরকে যেন ছাটাই (Pay off) না করতে হয়।

মহামারীর পর সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে হলে কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] gratuity [illegible]

[illegible] (self-employed) [illegible] start-up [illegible] (job creators not job seekers) [illegible]

[illegible] ‘minimum support price’ [illegible] (food chain) [illegible]

[illegible]

□□□□□-□□□□□□ □□□□□□□:

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ (reform) □□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ (structural policy) □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□, □□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□-□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □% □□□□□□ □□□□ □□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

সুত্র-যুগান্তর

ইতালির পরেই করোনায় মৃত্যুহারে বাংলাদেশ দ্বিতীয়

বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী নোভেল করোনাভাইরাস সবচেয়ে বেশি তাণ্ডব চালিয়েছে ইতালিতে। দেশটিতে এরই মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। করোনা ছোবল বসিয়েছে বাংলাদেশেও। এখন পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সংখ্যায় কম হলেও আশঙ্কার কথা হচ্ছে মৃত্যুর হারে ইতালির পরেই বাংলাদেশের অবস্থান।

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসের খুটিনাটি নিয়ে নিয়মিত হালনাগাদ করে যাচ্ছে ‘ওয়ার্ল্ড ওর্মিটার’ নামের একটি ওয়েবসাইট। এটি সর্বশেষ যে পরিসংখ্যান দিয়েছে তাতে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তের স্বল্প সংখ্যা নিয়ে এখনও অনেক দায়িত্বশীল লোক (৭০ জন) স্বস্তি প্রকাশ করলেও মৃত্যুর হার কিন্তু চরম মাত্রায় ভয়াবহ (১১.৪৩%)।

ভয়াবহের মাত্রা কেমন তা বুঝা যায়, যখন দেখে যায় বাংলাদেশের করোনায় মৃত্যুর হার এখনও বিশ্বের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে! মাঝখানে খানিক বিরতি দিয়ে বাংলাদেশ এবার দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে, সেই সাথে মৃত্যুর শতকরা হার আরও বেড়েছে!

আজ করোনা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন প্রেস ব্রিফিংয় থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন ৮ জন। আক্রান্ত হয়েছেন ৭০ জন। এর মানে দেশে প্রতি ১০০ জন করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে প্রায় সাড়ে ১১ জন মারা যাচ্ছেন! যা ভাইরাসটির উৎপত্তি স্থল চীনের চেয়েও অনেক বেশি। ওয়ার্ল্ড ওর্মিটার বলছে চীনে করোনায় মৃত্যুর হার ৪.০৪%। বাংলাদেশের সামনে আছে কেবল মৃত্যুপুরী বনে যাওয়া ইতালি (১২.২৫%), যদিও পার্থক্য খুবই সামান্য। আরেক মৃত্যুপুরী স্পেনের হারও বাংলাদেশের চেয়ে

অনেক কম (৯.৩৯%)। করোনার নতুন আবাস আমেরিকায় অনেকে আক্রান্ত হলেও মৃত্যুহার খুবই কম (২.৬৭%)।

এশিয়ার দুই দেশ দক্ষিণ কোরিয়া এবং মালয়েশিয়াতেও মৃত্যুহার যৎসামান্য, যথাক্রমে ১.৭৪ % ও ১.৫৯%। প্রতিবেশী ভারতে (২.৭৯%) তাদের থেকে কিছুটা বেশি হলেও পাকিস্তানে (১.৪৮%) তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার আরেক দেশ শ্রীলঙ্কায় মৃত্যুহার ৩.১৪%।

সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তদের মিছিল দিন দিন যেমন বাড়ছে, তেমনি মৃত্যুহারও পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। নিজের এবং নিজ পরিবারের কথা চিন্তা করে সবাইকে সচেতন হতে হবে। জনসমাগম এবং শারীরিক দূরত্ব যথাসম্ভব বজায় রাখতে হবে, সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত থাকতে চেষ্টা করতে হবে।

সূত্র- কালের কণ্ঠ

করোনায় ২৪ ঘণ্টায় ৯ জন নতুন আক্রান্ত সহ ২ জনের মৃত্যু,

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দেশে দুজন মারা গেছেন। আর বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ জন। আক্রান্তদের মধ্যে দুইজন শিশুও রয়েছে। এ নিয়ে এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন মোট ৮ জন।

শনিবার দুপুরে এক অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে এসে আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এমন তথ্য দিয়েছেন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ভাইরাসটিতে নতুন করে ৯ জন শনাক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে আটজনের পরীক্ষা ঢাকায় আইইডিসিআরে হয়েছে। একজনের হয়েছে ঢাকার বাইরে। ইতিমধ্যে ৩০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বলেও জানান।

সেব্রিনা বলেন, আক্রান্তদের ৯ জনের পাঁচজনের আক্রান্ত হওয়ার

ইতিহাস পাওয়া গেছে। তারা ইতিমধ্যে সংক্রমণ আছে, এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছেন বা পরিবারের সদস্য। দুজন বিদেশ থেকে এসেছিলেন। আর বাকি দুজনের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

তাদের বয়সের বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, দুজন শিশু। যাদের বয়স দশ বছরের নিচে। তিনজনের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। দুজনের বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। একজনের বয়স ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ও একজনের বয়স ৯০ বছর।

মারা যাওয়া দুজনের একজন গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত হয়েছিলেন জানিয়ে আইইডিসিআর পরিচালক বলেন, আরেকজন আগেই শনাক্ত হয়েছিলেন। তাদের একজনের বয়স ৯০ বছর, আরেকজনের ৬৮ বছর। তাদের একজন ঢাকার বাইরের, আরেকজন ঢাকার। দুজনের বয়সই ষাটোর্ধ্ব। পাশাপাশি তাদের অন্যান্য অসুখও ছিল।

#সূত্র: যুগান্ত#

দেশে নতুন রোগী ৯, মারা গেছেন ২ জন

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাস সংক্রমণে আরো দুইজন মৃত্যুবরণ করেছেন। আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ জন। আক্রান্তদের মধ্যে দুইজন শিশুও রয়েছে। এ নিয়ে এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন মোট সাতজন।

আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে করোনাভাইরাস বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। ব্রিফ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবুল কালাম আজাদ।

এ সময় অনলাইনে সরাসরি যুক্ত হন সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

সূত্র: কালের কণ্ঠ